সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

30-06-2016

(Bangla)

মাওলা আলী رضی اللہ تعالیٰ عنہ এর ইশ্‌কে রাসূল

ও

ইশ্‌কে রাসূলের দাবী সম্বলিত

মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইশ্‌কে রাসূল ও ইশ্‌কে রাসূলের দাবী সম্বলিত:

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

ফেরেস্তাদের ইমামতী:

হযরত সায়্যিদুনা হাফস বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণনা; আমি ইমামুল মুহাদ্দিসীন হযরত সায়্যিদুনা আবু যুরআ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে তাঁর ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি প্রথম আসমানে ফেরেস্তাদোকে নামায পড়াচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আবু যুরআ! আপনার এই শ্রেষ্ঠত্ব্য ও সম্মান কিভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন: আমি আমার নিজ হাতে দশ লক্ষ হাদীস লিখেছি এবং আমি প্রতিটি হাদীসের মধ্যে দরূদ শরীফ পাঠ করতাম, আর **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মুসলমান আমার উপর একবার দরূদ শরীফ প্রেরণ করল, তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।"

(শরহুস সুদুর বাব ফি নাবাযা মিন আখবার মান রাইয়াল মাউতা ২৯৪ পৃষ্ঠা)

কবর মে খুব কাম আতি হে, বে কসু কি হে ইয়ার গার দরূদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবো।

www.dawateislami.net

❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিবো। ❁ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❁ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াবো। ❁ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করবো এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াবো। ❁ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করবো। ❁ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً" অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করবো। ❁ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবো। ❁ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করবো। ❁ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ পবিত্র রমজানুল মোবরক মাস চলমান রয়েছে। এই মাসের মধ্যে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীয়্যুল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর শাহাদাতের দিন অতিবাহিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আজ আমরা তাঁর এক খুবই প্রিয় গুণ **"ইশ্‌কে রাসূল"** এর ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করব, আসুন! প্রথমে একটি ঘটনা শুনি:

আপনার মতো সুন্দর না দেখেছি না শুনেছি:

বর্ণিত রয়েছে যে, একবার কিছু অমুসলীম আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাছে উপস্থিত হয়, আর বললো: আপনার মালিক (**প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর গুণাবলী বর্ণনা করুন! তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: হে লোকেরা শুনো! আমি **হুযুর পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে গারে ছওরের মধ্যে এমনি ছিলাম যেমনি আমার আঙ্গুল দুটি, যখনি হেরা পর্বতের মধ্যে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে চড়লাম, তখনো আমি তার খুবই নিকটবর্তী ছিলাম। মতো নিকটবর্তী থাকা সত্ত্বেও **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আপাদ মস্তক বর্ণনা করাটা খুবই কঠিন বিষয়। হ্যাঁ, আলী বিন আবি তালিব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাছে চলে যাও, সে বর্ণনা করে দিবে। ঐ লোকেরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীয়্যুল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তার কাছে আরয করলো: হে আবুল হাসান! আপনার চাচার ছেলে অর্থাৎ **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গুণাবলী বর্ণনা করুন! তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم না খুব লম্বা ছিলেন, না খুব বেঁটে, বরং মধ্যম পর্যায়ের থেকে কিছুটা উঁচু ছিলেন, রং মোবারক সাদা ছিলো যাতে লাল রং মিশ্রিত ছিলো, যুলফী মোবারক খুব বেশি ঘন ছিলো না, বরং কিছুটা বক্র ছিলো যেটা কান পর্যন্ত আসতো। প্রশস্থ কপাল, সুরমা মিশ্রিত চোখ, উজ্জল দাত, উঁচু নাক, গাড় চাঁদের আলোর মতো পরিষ্কার। যখন চলতেন খুব সুদৃঢ় ভাবে পা ফেলতেন যেমনি উপর থেকে নিচে নামে, যখন কারো দিগে তাকাতেন তবে পরিপূর্ণ ভাবেই থাকাতেন। যখন দাঁড়াতেন তখন লোকদের থেকে উঁচু দেখো যেতো।

www.dawateislami.net

এবং যখন বসতেন তখন সবার মধ্য থেকে স্পষ্ট দেখা যেতো। যখন কথা বলতেন তখন লোকেরা নিশ্চুপ হয়ে থাকত। যখন খুতবা দিতেন তখন শ্রবণকারীদের কান্না চলে আসত। লোকদের প্রতি খুব বেশি দয়ালু ইয়াতীমদের জন্য স্নেহময় পিতার মতো। বিবিদের জন্য দয়ালু ও নম্র হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। সব চেয়ে বেশি সাহসী। সবচেয়ে বেশি দানশীল ও উজ্জল চেহারার অধিকারী ছিলেন। জুব্বা পরিধান করতেন, যবের রুটি আহার করতেন, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বালিশ ছিল চামড়ার যেটাতে খেজুরের ছাল ভর্তি ছিলো। চার পায়ী (চৌকি) বার্বলা গাছের লাকড়ীর ছিলো। যেটা খেজুর পাতার রশি দ্বারা বানানো ছিলো। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুইটি পাগড়ী ছিলো। একটি নাম ছিলো ছাহাব, অন্যটিকে উকাব বলা হতো। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের মধ্যে তরবারী জুল ফিকার, উটনী (উদাবা) খচ্চর (দুল দুল) গাধা (ইয়াফুর) ঘোড়া (বহর) বকরী (বরকাতা) লাঠি (মামশোক) এবং পতাকা লিওয়াউল হামদ নামে কথিত ছিলো। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উট নিজেই বাঁধতেন এবং সেটাকে নিজেই চরাতেন। কাপড় নিজেই সেলাই করতেন এবং জুতা নিজেই ঠিক (সেলাই) করতেন। পরিপূর্ণ অবয়ব বর্ণনা করার পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: لَمْ اَرَ قَبْلَهٗ وَ لَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ অর্থাৎ আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আগে এবং পরে তাঁর মতো আর কাউকে দেখিনি। এক বর্ণনায় পরিপূর্ণ অবয়ব বর্ণনা করার পর হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এটা বলেন:

يَقُوْلُ نَاعِتُهٗ لَمْ اَرَ قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ مِثْلَهٗ অর্থাৎ **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রত্যেক প্রসংশাকারী শেষ পর্যন্ত এটাই বলে যে, তার মতো পূর্বে কেউ ছিলো, না পরে হবে। **(ইজালাতুল খিফা, ৪/৪৯৯, তিরমাযী, ৫/৩৬৪, হাদীস: ৩৬৫৭, ৩৬৫৮)** প্রসিদ্ধ মুফাস্সির হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসে পাক প্রসঙ্গে বলেন: হযরত সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপমা কিই বা দেখবেন, **আল্লাহ্ তাআলা** তো **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মতো কাউকে বানাননি।

(মিরআতুল মানাজীহ, বাব আসমায়ুন নবী, ওয়া ছিফাতিহি, আল ফসলুস ছানী, ৮/৫৮)

www.dawateislami.net

হুসন তেরা ছা না দেখা না ছোনা, কেহতে হে আগলে যামানে ওয়ালে।
ওয়াহি ধূম উন কি হে مَاشَآءَاللّٰہ, মিট গেয়ি আপ মিটানে ওয়ালে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৬১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে অনন্য বানিয়েছেন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যখন লোকেরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলায়্যুল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর কাছে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গুণাবলীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, তখন প্রথমত তিনি বিস্তারিত ভাবে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অবয়ব (হুলিয়া) বর্ণনা করেন। তারপর ঐ সব জিনিষ যেগুলি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ব্যবহার করে সৌভাগ্যমণ্ডিত করেছেন। সে গুলোর আলোচনা করার সাথে সাথে মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم সে গুলোর নাম ও বলে দেন। লোকদের প্রশ্নের জাওয়াব এখানেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীন হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি **আল্লাহ্** প্রদত্ত ভালবাসা ও প্রেম প্রকাশ করেন। বললেন যে, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আকৃতি গঠনে, সৌন্দর্য্যে অভ্যাসে অতুলনীয় ছিলেন। لَمْ اَرَ قَبْلَہٗ وَلَا بَعْدَہٗ مِثْلَہٗ অর্থাৎ তাঁর মতো কাউকে না প্রথমে দেখেছি না পরে। ইমামে ইশ্‌কে মুহাব্বত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন:

লাল ইয়াতি নাজিরুকা ফি নাজরিন মিছলে তু না শুদ পায়দা জানা,
জাগ রাজ কো তাজ তু রে ছার ছো হে তুজ কো শাহে দুসরা জানা।

(হাদায়িকে বখশিশ, ৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবেই **আমাদের আক্বা ও মাওলা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কোন তুলনা নেই। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সমস্ত সৃষ্টির মাঝে অনন্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ হলো **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বা, কোরআনে পাক ও হাদীস শরীফের অনেক জায়গায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেমনিভাবে **আল্লাহ্ তাআলা** কোরআনে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন: (وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۰۷﴾) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জাগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। (পারা- ১৭, সূরা- আম্বীয়া, আয়াত- ১০৭)) ছরকারে আ'লা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত পরওয়ানে শাম্‌য়ে রিসালাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন: এর সারাংশ হলো এটাই; **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া প্রত্যেক কিছুকে দুনিয়া বলা হয়, যার মধ্যে আম্বীয়া এবং ফেরেস্তাও অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। তবে নিঃসন্দেহে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এদের সকলের উপর ও রহমত এবং **আল্লাহ্ তাআলা** নেয়ামত সাব্যস্ত এবং তারা সবাই **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছ থেকে ফয়েজ প্রাপ্ত ও সৌভাগ্যবাণ হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/১৪১) ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই আয়াতে মোবারক প্রসঙ্গে বলেন: যখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সমস্ত পৃথিবীর জন্য রহমত, তবে এই কথাও আবশ্যক যে, সমস্ত পৃথিবী থেকে উত্তম হন, তখনি তার জন্য রহমত সাব্যস্ত হবে। (আততাফসীরুল কবীর, আয়াত ২৫৩, ২/৫২১)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন:

اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی فَضَّلَ مُحَمَّدًا (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّم) عَلَی الْاَنْبِیَاءِ وَعَلٰی اَھْلِ السَّمَاءِ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সমস্ত নবী ও ফেরেস্তাদের থেকে উত্তম বানিয়েছেন। (সুনানে দারীনী, বাব মা আতান্নাবী, ১/৩৮, হাদীস: ৪৬) ফেরেস্তাদের সরদার হযরত সায়্যিদুনা হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَیْہِ السَّلَام আরয করেন:

قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِبَھَا فَلَمْ اَجِدْ رَجُلاً اَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ۔ অর্থাৎ আমি জমীনের পূর্ব ও পশ্চিমে অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু **মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেয়ে উত্তম কাউকে পায়নি। (আল মুজমুল আউসাত ৪/৩৭৩, হাদীস: ৬২৮৫) এই কথার প্রতি ঈঙ্গিত করে আ'লা হযরত শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন:

www.dawateislami.net

ইয়োহি বুলে ছিদরাহ ওয়ালে ছমন জাহা কে থা লে,
ছবহি মে নে ছান ঢালে তেরে পায়া কা না পায়া,
তুঝে এক নে এক বানায়া। (হাদায়িকে বখশিশ, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)

কবিতার ব্যাখ্যা:

হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَیْہِ السَّلَام বলে উঠলো যে, আমি সমগ্র জাহান অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মতো সম্মান ও মর্যাদা আর কারো দেখিনি, এর কারণ হলো এটাই যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে অনন্য ও অতুলনীয় বানিয়েছেন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরাম ও ইশ্‌কে রাসূল:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবা **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রেম ভালবাসার বিভোর ছিলেন। তাঁরা ঐ ধরণের লোক ছিলেন যারা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় নিজের ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ, আসবাবপত্র, নিকট আত্মীয় স্বজন সব কিছু উৎসর্গ করে দিয়েছেন, তারা ঐ ধরণের লোক ছিলেন, যারা **রাসূলে খোদা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিকে সব সময় নিজের আকাংখা থেকে প্রাধান্য দিতেন, তারা ঐ লোক ছিলেন যারা কলিজার রক্ত দ্বারা ইসলামের গাছে সেচ দেন এবং পুরো দুনিয়োর মধ্যে ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দেন।

মাওলা আলীর ইশ্‌কে রাসূল:

ঐ সব সৌভাগ্য বানদের মধ্যে থেকে একজন আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলিয়্যুল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم ও অন্যতম। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **ছরকারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চাচাতো ভাই, **সায়্যিদে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তত্ত্বাবধানেই তার শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়।

www.dawateislami.net

এই জন্য মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم **সায়্যিদে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কর্মকান্ড ও অভ্যাস আচার আচরণের প্রতি খুব বেশি প্রভাবিত হয়ে **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অতৃত্রিম আক্বীদা ও ভালবাসা রাখতেন এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিটি কথা মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতেন। এই কারণে যখন **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم কবুল করে নেন, এবং ছোট বেলা থেকেই **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গেই নামায পড়া শুরু করেন। আর এভাবেই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি গণ্য হতে লাগলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মুহাব্বতের সম্পর্ক আরো গভীর হয়ে যায়। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রেম ও ভালবাসার সুন্দরভাবে পূরণ করতে থাকেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীয়্যুল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم **ছরকারে দো-আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি প্রেম ভালবাসা ও মুহাব্বতে আত্মহারা হওয়ার অনেক ঘটনা পাওয়া যায়।

ছাহিবে লুতফ ও আতা মাওলা আলী মুশকিল কুশা,
হে শহীদে বা ওপা মাওলা আলী মুশকিল কুশা।
পায়কার খওপে খোদা এ আশিকে খায়রুল ওয়ারা,
তুমছে রাজি কিবরিয়া মাওলা আলী মুশকিল কুশা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩২১ পৃষ্ঠা)

হুযুর পাক (صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ক্ষুধা নিবারনের আগ্রহ

একবার **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খাবারের আয়োজন করা জন্য হযরত সায়্যিদুনা আলীয়্যুল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْكَرِيْم এক অমুসলীমের বাগানের মধ্যে গেলেন, এবং কূপ থেকে ১৭ বালতি পানি বের করে দেন প্রত্যেক বালতির বিনিময়ে একটি করে খেজুর নির্ধারণ হলো, ঐ অমুসলীম তার সব ধরণের খেজুর হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সামনে রাখে, যে খেজুরই চান নিয়ে নেন। তিনি ১৭ টি আজওয়া খেজুর নিয়ে নেন। আর গিয়ে **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে পেশ করেন,

www.dawateislami.net

হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেসা করেন: হে আবুল হাসান! এই খেজুরগুলো তুমি কোথায় পেয়েছ? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি খবর পেয়েছি যে, আপনি খুবই ক্ষুধার্ত, তখন আমি কাজের সন্ধানে বের হয়ে পড়ি, যাতে আপনার জন্য খাবারের কোন জিনিষ সংগ্রহ করতে পারি। **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি কি এসব কিছু **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূলের** ভালবাসায় করেছ?" আরয করলেন: জ্বি, হ্যাঁ! **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তখন **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে বান্দা **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ভালবাসে, দারিদ্রতা তার দিকে মতো দ্রুত গতিতে আসে, যেমনি ভাবে পানির স্রোত নিচের দিকে পড়ে থাকে। এইজন্য **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে যারা ভালবাসে তাদের উচিত (দারিদ্রতার ক্ষেত্রে ধৈয্যের আকৃতিতে) ঢাল প্রস্তুত করে রাখা।

(সুনানুল কুবরা লিলবায়হাকী, কিতাবুল ইজারা, বাব জাওয়াজুল ইজারা, ৬/১৯৭, হাদীস, ১১৬৪৯)

লাগাও সিনে মে আগ এই ছি, কারার পায়ে না দিল কবি ভি।
রুলায়ে দিন রাত তেরী উলফত, নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।
মে নাম পর তেরি ওয়্যরী জায়্যে, মে ইশ্‌কে মে তেরী ছর কাটায়ো।
দো এইছা জযবা দো এইছি হিম্মত, নবীয়্যে রহমত শাফীয়ে উম্মত।
কলীল রুযী পে দো কানায়াত, ফুজুল গুয়ি ছে দে দো নফরত।
দরুদ পড়তা রহো বকছরত, নবীয়ে রহমত শফীয়ে উম্মত।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২০৭-২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

গরীব উপকারে রয়েছে:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে এটা জানা গেলো যে, **ইশ্‌কে রাসূলের** বাস্তব নিদর্শন হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم কখনো এটা মেনে নিতে পারেন নি যে, তাঁর উপস্থিতিতে **ছরকারে আলী ওয়াকার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কোন কষ্ট পৌঁছুক। সেখানে এটাও জানা গেলো যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা পোষণ কারীদের রিযিক ও ধন সম্পদের কমতির সম্মুখিন হতে পারে।

www.dawateislami.net

সাধারণত আমাদের মাঝে দারিদ্রতাকে অনেক বড় বিপদ ও অপদস্থের কারণ মনে করে থাকে, যখনি প্রকৃত পক্ষে দারিদ্রতা **আল্লাহ্ তাআলার** নেয়ামত। **নবীয়ে রহমত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আকাংখা, অনেক ফযীলত ও অসংখ্য উপকারের ভান্ডার। গরীব মিসকীনরা আখিরাতে খুবই আনন্দিত হবে যে, আর্থিক ইবাদত যেমন যাকাত, ফিতরা, হজ্ব ইত্যাদিও ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে, কেননা এই সবের হুকুম সম্পদশালী ও সামর্থবান মুসলমানদের জন্য। কিয়ামতের দিন সম্পদশালী যখন **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তাদের সম্পদের ব্যাপারে হিসাব নিকাশ দিতে ব্যস্ত থাকবে। এই দিকে গরীব মুসলমানরা **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় ও ইচ্ছায় জান্নাতে প্রবেশ করতে থাকবে আর এই ভাবেই জান্নাতের মধ্যে ফকীর গরীবদের প্রবেশ ধনীদের আগে হবে। যেমনি ভাবে **নবী করিম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দরীদ্র মুসলমানরা ধনীদের অর্ধ দিন আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর ঐ (অর্ধ দিন) ৫০০ বছরের সমান হবে।"

(তিরমীযি, কিতাবুয যুহদ, বাব মা জা আন ফুকারায়িল মুহাজিরিন, ৪/১৫৮) হাদীস, ২৩৬১ (গরীবরা কল্যাণে রয়েছে, ৬ পৃষ্ঠা)

"গরীবরা কল্যাণে রয়েছে" এর পরিচিতি:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দরিদ্রতার উপকারীতা প্রসঙ্গে এখনি আমরা যা শুনলাম এটা মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত রিসালা, "**গরীবরা কল্যাণে রয়েছে**" এর থেকে নেওয়া হয়েছে, দরিদ্রতার কারণে কি রহমত নাকি অনেক বড় দুঃখ? এটা কি দুনিয়ার পেরেশানী কি বাড়ানোর কারণ নাকি আখিরাতের পেরেশানী কম করার কারণ? আমাদের পূর্ববতী বুযুর্গরা দরিদ্রতার মধ্যে থাকাটা পছন্দ করতেন নাকি ধন সম্পদের আধিক্যতার প্রতি উৎসাহী ছিলেন? এই সব কিছু জানার জন্য **দাওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে আজই এই রিসালা হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে নিজে পড়ুন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদের কে ও এটা পড়ার উৎসাহ দিন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলের অনুসরণের পবিত্র আগ্রহ:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর **ইশ্‌কে রাসূলের** ব্যাপারে শুনেছি, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পুরো জীবটাই **ইশ্‌কে রাসূলের** ঈমান তাজাকারী ঘটনা দ্বারা সাজানো, হিজরতের রাতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ছিলেন। যাকে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিদায় নেওয়ার পর রাসূলের বিছানায় শোয়ার সৌভাগ্য দেয়া হয়। একটু চিন্তা করুন যে, কেউ নিজ ঘরে রাতে আরাম করছে আর সে এটা জানল যে, বাইরে শত্রু তার প্রাণ নিতে প্রস্তুত, তখন তার ঘুম চলে যাবে। তার প্রশান্তি শেষ হয়ে যাবে, যদিও সে এটা জানে যে বাইরে মজবুত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। তারপর ও সে শান্তি পাবে না, শুধু এটা নয় বরং ঘরে উপস্থীত অন্যান্য সদস্যস্যরাও অস্থির ও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু উৎসর্গ হোন! হযরত মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم এর অতুলনীয় সাহস ও আন্তরিক ভালবাসার উপর, বাইরে শত্রুরা প্রস্তুত জানা থাকা সত্ত্বে, যে কোন সময় হামলা হতে পারে। এবং তাদের আকাংখিত ব্যক্তিকে না পেয়ে রাগান্নিত হয়ে শত্রু যে কোন কিছু করতে পারে। হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই সব কথার ব্যাপারে একটুও চিন্তা করেন নি এবং যেই মাত্র **নবী করিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে ডেকে বললেন: আমার উপর **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে হিজরতের হুকুম হয়েছে এই জন্য আমি আজ মদীনা রাওয়ানা হয়ে যাবো, তুমি আমার বিছানায় আমার সবুজ রঙ্গের চাদর জড়িয়ে শুয়ে যাও, কুরাইশদের সমস্ত আমানত যা আমার কাছে ছিলো তা তাদের মালিকদের কাছে দিয়ে তুমি ও মদীনায় চলে আসিও। অতঃপর হযরত আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم লোকদের আমানত তাদের মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে শুরু করলেন, এবং মক্কায় তিন দিন ছিলেন, তারপর আমানত আদায় কারার পর মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন, অতঃপর কুবা শরীফে পৌঁছে গেলেন। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত কুলছুম বিন হিদম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ঘরে অবস্থান নেন, তিনি ও সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। **(আসাদুল গাবা, আলী বিন আবি তালিব, হিজরাতিহি, ৪/১০৪) (ওয়ার রিয়াদুন নাদরা, আলীবিন আবি তালিব, আল ফসলুল খামিছ ফি হিজরাতিহি, ২/১১৩, আল জুযয়ুস সালিছ)**

www.dawateislami.net

ভিখ লেনে কেলিয়ে দরবার মে মাঙ্গতা তেরা,
লে কে কিশকোল আগেয়া মাওলা আলী মুশকিল কুশা।
এক জররা আপনি উলপত কা ইনায়াত কর মুজে,
আপনা দিওয়ানা বানা মাওলা আলী মুশকিল কুশা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫২৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি খুব বেশি ভালবাসা পোষণ করতেন। ইশ্‌কে রাসূলের স্বাদ তার শিরা উপশিরায় এই পরিমান অনুপ্রবেশ করেছে যে, তার কাছে **মাহবুবে আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেয়ে বড় প্রিয় কেউ ছিল না। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কাছে তাঁর নিজের জান, সম্পদ, পিতা, মাতা এবং সন্তানদের চেয়েও **ছরকারে দো আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি বেশি ভালবাসা ছিলো। নিজেই বলেন: كَانَ وَاللّٰهِ اَحَبُّ اِلَيْنَا مِنْ اَمْوَالِنَا وَاَوْلَادِنَا وَاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَاءِ অর্থাৎ **আল্লাহ্** কসম! **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার নিকট আমার সম্পদ আমার সন্তান, আমার মা, বাবা এবং তীব্র পিপাসার সময় ঠান্ডা পানির থেকে ও বেশি প্রিয়। (আশশিফা, আল কিছমুস সানি, আল বাবুস সানি, ফসল ফিমা রুবিয়্য আনিস সলফ.. আল জুযয়ুস সানি, ২২ পৃষ্ঠা) তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর পূর্ণাঙ্গ **ইশ্‌কে রাসূলের** ধারণা হুদায়বিয়ার সন্ধির এই ঘটনা থেকেও করা যায় যে, যখন **নবী করিম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সন্ধি লিখার জন্য হযরত সায়্যিদুনা আলীয়্যুল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم কে হুকুম দেন, সন্ধির শর্ত সমূহ লিখানোর পর **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"লিখ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ এটা ঐ শত যেটার উপর কুরাইশদের সাথে **আল্লাহ্ তাআলার রাসূল মুহাম্মদ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সন্ধির মীমাংসা করেন। এটা শুনে মুশরিকদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি সুহাহল বিন আমর বলল: আমরা যদি আপনাকে **আল্লাহ্ তাআলার রাসূল** মানতাম তবে বায়তুল্লাহর (তাওয়াফ করা) থেকে বাধা দিতাম না, আর না যুদ্ধ করতাম। এই জন্য مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ছাড়া মুহাম্মদ বিন আব্দুলাহ লিখুন।

www.dawateislami.net

তখন **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ও এবং مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ ও। তারপর **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা আলিয়্যুল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم কে ইরশাদ করলেন: مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ শব্দটি মুছে দাও, এর স্থানে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ লিখে দাও। সায়্যিদুনা আলিয়্যুল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি আপনার নাম মোবারক কখনো মুছতে পারব না, তখন **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঐ সন্ধিটি নিলেন এবং নিজেই رَسُوْلُ اللّٰہِ শব্দটি মুছে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ লিখে দেন।

(ছাহীহুল বুখারী, কিতাবুস সুলুহ, বাব, কাইফা ইয়াকতুব ইবনে হিশাম, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

মে গোণঅহে কা মরীজ আউর আপহে মেরে তবীব,
দি জিয়ে মুঝকো শিফা মাওলা আলী মুশকিল কুশা।
দিল ছে দুনিয়া কি মুহাব্বত দূর কর কে ইয়া আলী!
দে দো ইশ্‌কে মুস্তফা মাওলা আলী মুশকিল কুশা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫২২-৫২৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা আলিয়্যুল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কি পরিমান ভালবাসতেন। **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম মুছে দেওয়াটা তার পছন্দ হয় নি। হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর হাত দ্বারা رَسُوْلُ اللّٰہِ শব্দের উপর কলম চালন নি। এটা আদেশ অমান্য নয়, বরং ঈমানী চেতনা ও **ইশ্‌কে রাসূলের** আগ্রহ।

(মীরআতুল মানাজীহ, সুলুহ কা বয়ান, আল ফসলুস সালিস, ৫/৬২৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একজন সত্যিকার আশিক তার মাহবুবের প্রতিটি হুকুম মেনে চলে, বরং মাহবুব থেকে প্রকাশিত হওয়া প্রতিটি আমল নিজের জন্য সৌভাগ্যের মাধ্যম মনে করে। হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন:

www.dawateislami.net

আমি **ছরকারে মদীনা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে ফজরের নামাযের জন্য বের হলাম, তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঘুমন্ত ব্যক্তিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তাদেরকে নামাযের জন্য আওয়াজ দিতেন। বা পা মোবারক দ্বারা নাড়া দিতেন। (আবু দাউদ, কিতাবুস সলাত, বাবুল ইফতিজায়ু বাদাহা, ২/৩৩, হাদীস- ১২৬৪) যেহেতু হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم সত্যিকারে আশিকে **রাসূল** ছিলেন, এই জন্য তিনি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই আমলটি ও আদায় করতেন, এবং এই অবস্থায় নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করেন। বর্ণিত রয়েছে, যখন মুয়াজ্জিন এসে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم কে নামাযের সময় জাগালেন, তখন তিনি ফজরের নামাযের জন্য ঘর থেকে বের হলেন। রাস্তায় লোকদের কে নামাযের জন্য জাগিয়ে জাগিয়ে চলছিলেন, হঠাৎ হতভাগা ইবনে মুলজাম তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর উপর তরবারি দিয়ে হামলা করে, যার দ্বারা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হন। এবং পরে শাহদাতে সূধা পান করেন।

(তারীখিল খোলাফা আলী ইবনে আতি তালিব, ফসল ফি মুবাইয়া আলা বিন খিলাফা, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

বাদে খোলাদায়ে ছালাছা ছব সাহাবা ছে বড়া,
আপ কো রুতবা মিলা মাওলা আলী মুশকিল কুশা,
কিউ ফিরো দারদার ভালা খায়রাত লেনে কেলিয়ে
মে ফকত মাঙ্গতা তেরা মাওলা আলী মুশকিল কুশা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫২২-৫২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইশ্‌কে রাসূলের চাহিদা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মুসলান **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি প্রেম ভালবাসার দাবী রাখে। কিন্তু এই দাবী ঐ সময়েই সঠিক মানা যাবে যখন **ইশ্‌কে রাসূলের** চাহিদা অনুসারে আমল ও করা হবে। সে জন্য আমাদের **ইশ্‌কে রাসূলের** দাবী করার পাশাপাশি এটাও চিন্তা করা উচিত যে, আমরা কি **ইশ্‌কে রাসূলের** দাবীর উপর আবদ্ধ নাকি আমাদের ইশক শুধুমাত্র দাবী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ? ইশ্‌কে রাসূল কোন কথাগুলোর চাহিদা রাখে। আসুন! এর মধ্যে কিছু মাদানী ফুল গ্রহণ করি।

www.dawateislami.net

অনুসরণ ও অনুকরন:

প্রেম ও ভালবাসার প্রথম দাবী হলো, মাহবুবের অনুসরণ ও অনুকরণ, এই জন্য প্রত্যেক উম্মতের উপর আবশ্যক যে, **মাহবুবে দো জাহা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যেই কথার হুকুম দিয়েছেন, এর উপর আমল করা এবং এর বিন্দু পরিমান ও বিরোধীতার চিন্তা মনে না আনা। **রাসূলের** অনুসরণের চাহিদা হলো; প্রত্যেক মুসলমান **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করে জীবন অতিবাহিত করবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমান যুগে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ নিজেই রাসূলের অনুসরণ ও সুন্নাত কে জীবিত করার উৎসাহ উদীপনায় নিজের উদাহরণ নিজেই সুন্নাতের অনুসরণের ধাঁছে সাজানো তিনি دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর নুরারী ব্যক্তিত্ব্য কে দেখে অসংখ্য ব্যক্তি প্রভাবিত হয়ে মাথায় সবুজ পাগড়ীর তাজ, মুখে দাড়ি এবং শরীরে সুন্নাতে ভরা পোষাক সাজিয়ে না শুধু আশিকানে রাসূলের কাতারে অর্ন্তভূক্ত হয়ে গেছে, বরং নামায রোজা এবং শরয়ী হুকুম সমূহের অনুসারী হয়ে গেছে। মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত কিতাব **"তারুপে আমীরে আহলে সুন্নাত"** এর ৩৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ সুন্নাতের অনুসরণের নিয়্যতে কখনো মেঝেতে, কখনো চাটায়ে শুয়ে যান। তিনি শোয়ার জন্য তার ঘরে না কোন গদি রেখেছেন না চৌকি। মোট কথা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর দিন রাত **রাসূলের** সুন্নাতের আমলের ঝলক চোখে পড়ে। যিনি নিঃসন্দেহে **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রকৃত প্রেম ভালবাসার দলিল। **আল্লাহ্ তাআলা** তার সদকায় আমাদের কে ও **তাঁর হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এমনি সত্যিকার প্রেম ভালবাসা ও তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ নসীব করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মুতীই আপনা মুঝ কো বনা ইয়া ইলাহী! ছদা সুন্নাতো পর চালা ইয়া ইলাহী!
মে ইশ্‌কে নবী মে রহো গুম হামিশা, তু দিওয়ানা এইছা বানা ইয়া ইলাহী!
তু ইংরেজী ফ্যাশন ছে হারদম বাচা কর, মুঝে সুন্নাতো পর চালা ইয়া ইলাহী!
তুঝে ওয়াস্তা সায়্যেদা আমেনা কা, বানা আশিকে মুস্তফা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০০-১০১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সম্মান ও শ্রদ্ধা:

ইশ্‌কে রাসূলের একটা দাবী হলো এটাই যে, **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে অপরিসীম সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে সে নিজে ও তাকে সম্মান করে। এবং অন্যের কাছে ও এই কথারিই আশা রাখে। এমন কি যদি কোন ব্যক্তি তার মাহবুবের প্রতি সামান্য পরিমান ও অসম্মান করে তখন সে আয়ত্ত্বের বাহিরে বের হয়ে যায়। এটাতো সাধারণ প্রেমীকদের কথা। যেহেতু **ছরকারে দো আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পুরো জগতের পাশাপাশি সৃষ্টি জগতের ও মাহবুব, **আল্লাহ্ তাআলা** নিজেই তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা করার হুকুম দিয়েছেন। অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং রাসূলের মহত্ব বর্ণনা ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো।

(পারা- ২৬, সূরা- ফাতাহ, আয়াত- ৯)

অধিক স্মরণ:

প্রেম ভালবাসার দাবীর মধ্যে এটাও রয়েছে যে, বান্দা যার প্রতি প্রেম ভালবাসার দাবী করে তবে বেশি পরিমানে তাকে স্মরণ করে। কেননা সত্যিকার আশিক তার মাহবুবের আলোচনায় স্বাদ পায়, কেননা আমাদের প্রেম ও ভালবাসার মূল কেন্দ্র হলো **ছরকারে কায়েনাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বা এই জন্য আমাদের তাঁকে বেশি পরিমানে স্মরণ করা উচিত। রাসূলের স্মরণ হলো, বরকত পূর্ণ ওযিফা যেটাতে আশিকদের অন্তরে প্রশান্তি রয়েছে। ভালবাসার প্রকাশ এবং নেকীর ধন ভান্ডার এটার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, **মাহবুবে দো জাহান** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্ত্বার উপর বেশি পরিমানে দরূদ শরীফ পড়া। যদি মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা সৌভাগ্য হয়ে যায়, তবে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়ার সৌভাগ্য অর্জন হয়ে যায়। মাদানী ইনআম নম্বারে পাঁচ আপনি কি আজ নিজ (সিলসিলার) শাজরা হতে কিছু ওযীফা এবং কমপক্ষে ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়ে নিয়েছেন কি?

www.dawateislami.net

না গরজ কেছিছে না ওয়াস্তে মুঝে কাম আপনে হি কাম ছে,
তেরে যিকির ছে তেরে ফিকির ছে, তেরে ইয়াদ ছে তেরে নামছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্ব্য, শত্রুদের সাথে শত্রুতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালবাসার দাবীর মধ্যে এক গুরুত্ব পূর্ণ কথা এটাও যে, যেই ভাবে একজন সত্যিকার আশিক তার মাহবুবের প্রতি সম্পর্ককারী প্রতিটি বস্তুর প্রতি ভালবাসা থাকে, তার মাহবুবের বন্ধু ও তাঁর প্রিয় জনদের প্রতি ও বিশ্বাস থাকে। তেমনি ভাবে তার শত্রুদের প্রতি ঘৃণা রাখা তাদের থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা ও ভালবাসার দাবী এটা কখনো হতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি কারো প্রতি সত্যিকার ভালবাসার দাবী করে, এবং তার শত্রুদের প্রতি বন্ধুত্য রাখে। সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদারাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মু'মিনের কাছে এটা হতেই পারে না যে, এবং তার ঈমান এটা সহ্যই করবে না যে, খোদা ও রাসূলের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করা। (খাযাইনুল ইরফান, ২৮ পারা, আল মুজাদালা, আয়াত ২২) স্মরণ রাখবেন! আশিকানে রাসূলদের জন্য শুধু এই কথা যথেষ্ঠ নয় যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদের শত্রু জানা বরং তাদের প্রতি শত্রুতার পাশাপাশি তাদের আচার আচরণ রীতিনীতি থেকে ও দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক। কিন্তু আফসোস! আজকাল মুসলমানদের জানি না কি হয়ে গেল, তারা **মাহবুবে আক্বা, উভয় হাজানের দাতা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদের পদাংক অনুসরণের উপর আমল করাটা **আল্লাহ্**র পানাহ! গর্ববোধ মনে করে। আফসোস! যে আমরা দিনের পর দিন পাশ্চাত্য রীতিনীতি ও তাদের সামাজিক অবয়বে বিভোর হতে চলেছি, এটা এরই ফল যে, আজ মহিলারা লজ্জার চাঁদর খুলে ফেলেছে। ইসলামের যুবকদের দৃষ্টির লজ্জা কম হতে চলেছে। নিজেকে নিজে গোলামানে মুস্তফা দাবীকারী **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জীবনি নিজের ভিতর প্রতিফলন না ঘটিয়ে মুস্তফার শত্রুদের পথের উপর আমল করা চোখে পড়ছে।

www.dawateislami.net

দোত্তর সুন্নাত ছে মুসলমান হো জাতে হে,
আহ! ফ্যাশন কি হে ইয়াল গারে রাসূলে আরবী।
সুন্নাতো কা হো আতা দরদে মুসলমানো কো,
দত্তরে ফ্যাশন কি হো ভর মার রাসূলে আরবী।
মেরা সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বন জায়ে,
সুন্নাতো কা করো পরচার রাসূলে আরবী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৩৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনো সময় আছে, সংশোধন হয়ে যাওয়া উচিত, এবং হুশে এসে কথায় নয়, কাজের গাজী হওয়া উচিত। অন্যের ভালবাসা অন্তর থেকে মুছে ফেলুন, এবং ঐ প্রকৃত সত্ত্বার ভালবাসা অন্তরে বসান। যার নুরে দুনিয়ার অন্ধকার আলোকিত হয়ে গেল। **ছরকার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা করে **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরই হয়ে যান।

মুজে আপনি রহমত ছে তু আপনাহি করলে,
ছেওয়া তেরে ছব ছে কিনরো করো মে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একতরফা ভালবাসা পোষন কারী তো অনেক পাওয়া যায়। যে সব সময় তার মাহবুবের প্রতি প্রেম ভালবাসা পোষণ করতে দেখা যায়। কিন্তু পরিপূর্ণতা তখনি যখন মাহবুব ও তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ কারীর ভালবাসা স্বীকার করবে। হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم ঐ সৌভাগ্যবাণ ব্যক্তি যার **ইশ্‌কে রাসূলের** দাবীর উপর **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সত্যের মহর দিয়ে সত্যায়ন করেছেন, এবং তার সাথে তিনি নিজের গভীর সম্পর্কের প্রকাশ করেছেন। যেমনিভাবে-

ভালবাসার সাক্ষী:

খায়বরের যুদ্ধে **ছরকারে দো আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: لَاُعْطِیَنَّ الرَّایَۃَ غَدًا رَجُلاً অর্থাৎ কাল আমি ঐ ব্যক্তিকে পতাকা দিবো।

www.dawateislami.net

يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ যাকে **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** ভালবাসেন, এবং সে ও **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূলকে** ভালবাসেন, তারপর পরের দিন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে পতাকা দান করেন।"

(বুখারী, কিতাব, ফজায়েলে আসহাবে নবী, বাব মানাকিবে আলী ইবনে আবি তালিব, ২/৫৩৫, হাদিস নং ৩৭০২)

মে তো কাহাহি চাহো কে বান্দা হো শাহ কা,
পার লুতফ জব হে কেহদি আগর ওহ জনাব "হো"। (হাদায়িকে বখশিশ, ৯২ পৃষ্ঠা)

কবিতার ব্যাখ্যা:

আমি কি আর আমার বাস্তবতা কি? তাই কি সব সময় নিজেকে **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গোলাম মনে করি এবং বলি চলি, কিন্তু আসল মজা তো যখন **ছরকার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজেই বলবেন: হ্যাঁ! তুমি আমার গোলাম।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ জামেয়াতুল মদীনা (পুরুষ) অর্থাৎ ইসলামী ভাই ও জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা) অর্থাৎ ইসলামী বোনদের জামেয়াতুল মদীনার মধ্যে ভর্তি চালু রয়েছে, এবং ১০ই শাওয়াল ১৪৩৭ হিঃ ১৬ জুলাই ২০১৬ পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রম চালু থাকবে। আপনি ও আপনার বাচ্চাকে সর্বোত্তম শিক্ষার জন্য তাকে নামায রোজার অভ্যস্থ বানানোর ফরজ, ওয়াজীব, হালাল, হারাম, ক্রয় বিক্রয়, এবং বান্দার হক ইত্যাদি শরয়ী হুকুম সমূহ শিখানোর জন্য জামেয়াতুল মদীনার মধ্যে ভর্তি করান। যাতে আপনার বাচ্চা ইলমে দ্বীন শিখে অন্যকে ও শিখায়, এবং আপনার পরকালের মুক্তির সরঞ্জাম হয়। ইলমে দ্বীনের ফযীলতের কি অপূর্ব মর্যাদা, সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: ইলম এমন একটি জিনিষ নয়, যেটার ফযীলত ও সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করা প্রয়োজন রয়েছে। পুরো দুনিয়া জানে যে, ইলম অনেক ভাল জিনিষ। এটা অর্জন করাটা উচ্চতার চিহ্ন। এটা ঐ জিনিষ যেটার দ্বারা মানুষের জীবন সফল ও সুখময় হয়। এবং এর দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত উত্তম হয়। এর দ্বারা ঐ ইলম উদ্দেশ্য, যা কোরআন ও হাদীস থেকে অর্জন হয়।

www.dawateislami.net

এটা ঐ ইলম যেটার দ্বারা দুনিয়া আখিরাত উভয় ঠিক হয়ে যায়। এবং এই ইলম দ্বারা মুক্তি, এবং এর ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে প্রশংসা এসেছে, এবং এটা অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬১৮)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ জামেয়াতুল মদীনার মধ্যে ছাত্রদের ইলমের আলোতে আলোকিত করার পাশাপাশি গোণাহ থেকে বাঁচার এবং নেকীর করার উৎসাহ প্রদান করা হয়। এছাড়া জামেয়াতুল মদীনার ছাত্র জাদওয়াল অনুসারে **আল্লাহর** রাস্তায় আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়। বরং অনেক সৌভাগ্যবাণ তো ১২ মাস মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করে। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর প্রদত্ত ৯২ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখ নিজ পর্যায়ের যেলী মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার কে জমা করেন। আপনি ও আপনার বাচ্চাকে ও জামেয়াতুল মদীনার মধ্যে ভর্তি করে দিন। এমনকি আপন ভাই, বন্ধু, প্রিয়ভাজন, ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের উপর ইনফিরাদী কোশিশ করুন। এবং তাদের কে তাদের বাচ্ছাদের জামেয়াতুল মদীনার মধ্যে ভর্তি করানোর মন মানষিকতা দিন, এর দ্বারা সব জায়গায় ইলমে দ্বীনের আলো চড়িয়ে পড়বে এবং অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হবে। আপনার জন্য ও সদকায়ে জারিয়ার ধারাবাহিকতা চালু হবে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

www.dawateislami.net

চলা-ফেরার সুন্নাত ও আদবঃ

আসুন! সুন্নাতের উপর আমলের নিয়্যতে চলা-ফেরার কিছু সুন্নাত ও আদব শুনি: ✱ ১৫ পারা সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৭ নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর জমিনে অহংকার করে চলো না। নিশ্চয় তুমি কখনো জমিনকে চিরে ফেলতে পারবেনা এবং দৈর্ঘ্যে পাহাড়গুলো পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেনা।

✱ **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বর্ণিত রয়েছে: "এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিধান করে অহংকার করে চলছিল এবং সে অহংকারে বিভোর ছিল। সুতরাং তাকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হলো। সে কিয়ামত পর্যন্ত জমিনের নিচের দিকে ধ্বসতেই থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, ১১৫৬পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৮৮) ✱ **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুকে চলতেন মনে হতো যেন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৮) ✱ যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে রাস্তার এক পাশ দিয়ে মধ্যম গতিতে চলুন, না এতো দ্রুত গতিতে চলবেন যে, মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় যে, লোকটি দৌঁড়ে দৌঁড়ে কোথায় যাচ্ছে! আর না এতো ধীরগতিতে চলবেন যে, লোকেরা আপনাকে অসুস্থ মনে করে। আমরদের (সুদর্শন বালকের) হাত ধরবেন না। কামভাবের সাথে কোন ইসলামী ভাইয়ের হাত ধরা অথবা মুসাফাহা করা (অর্থাৎ- হাত মিলানো) বা গলা মিলানো হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। ✱ রাস্তায় দুজন মহিলা দাঁড়ানো বা হাটতে থাকলে তাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করবেন না কেননা, হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫২৭৩) ✱ অনেকের এ অভ্যাস আছে যে, রাস্তায় চলার সময় কোন বস্তু সামনে পড়লে তা লাথি মারতে থাকে, এটা একেবারে ভদ্রতার পরিপন্থি। এতে পাগুলো আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, এছাড়া পত্রিকা কিংবা লিখা রয়েছে এমন কৌটা, প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেআদবীও বটে।

www.dawateislami.net

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمআপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰہِ
صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে!

www.dawateislami.net

যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْہُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَکَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْحَلِیْمُ الْکَرِیْمُ سُبْحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net